জেলার ৫৫ হাজার ৫২৩ শিশুকে দেওয়া হবে হামের টিকা

মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলা ও মেহেরপুর পৌরসভার টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে জেলার ৫৫ হাজার ৫২৩ শিশুকে দেওয়া হবে হাম-রুবেলা টিকা।

সারাদেশে হামের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তে আগামীকাল সোমবার থেকে আগামী ১১ কর্মদিবস এ টিকা দেওয়া হবে। ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের এ টিকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

আজ রবিবার বিকালে মেহেরপুর সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে হাম-রুবেলা টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানান সিভিল সার্জন ডা. একেএম সাইদ হোসেন।

মতবিনিময় সভায় সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, মেহেরপুর জেলায় ৩ হাসপাতাল ও ৬৩৬টি ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫ হাজার ২৫৩ জন শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৮ হাজার ২৮, গাংনী উপজেলায় ২৫ হাজার ১৬২, মুজিবনগর উপজেলায় ৮ হাজার ২২১ এবং মেহেরপুর পৌরসভায় ৩ হাজার ৮৫২ শিশুকে এ টিকা দেওয়া হবে। যে সকল শিশুর ৬ মাস পূর্ণ হয়েছে এবং ৪ বছর ১১ মাস ২৯ দিন বয়স সে সকল শিশুকে এ টিকা দেওয়া হবে। তবে, যে সকল শিশু বর্তমানে হামে আক্রান্ত হয়ে বা অন্যকোন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন তাদের এ টিকা দেওয়া হবে না। তারা সুস্থ হলে পরবর্তিতে টিকা পাবে। এছাড়া যাদের এর আগে হাম হয়েছে এবং টিকা নিয়েছে তারাও এ টিকা নিতে পারবে।

তিনি আরও জানান, মেহেরপুর জেলায় ১৪৪ জন হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন এবং হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন ৬৯ জন। মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হামের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। সেখানে রোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিভিল সার্জন বলেন, প্রতি চার বছর

পরপর হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালে শেষবারের মত হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন হয়েছে। পরবর্তিতে ২০২৪ সালে ক্যাম্পেইনটি হয়নি। তিনি বলেন, তবে অন্যান্য টিকাদান কর্মসূচির মত হাম-রুবেলার টিকা নিয়মিত প্রদান করা হয়, মেহেরপুর জেলাতেও নিয়মিতভাবে এ টিকাদান কার্যক্রম করা হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, স্টার নিউজের ব্যুরো প্রধান রাশেদুজ্জামান, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম। মতবিনিময়ে মেহেরপুরে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা অংশ নেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত

রোগীকে ভূঁয়া সনদ প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. এমকে রেজার বিরুদ্ধে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) ডাক্তার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মারুফ, মেডিকেল অফিসার ডা. আদিলা আজহার।

গাংনী উপজেলা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের জনৈক সুজন নামের এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছে ডাক্তার এমকে

রেজার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে সেটি তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিকট তদন্তের নির্দেশ দেন।

সে নির্দেশনা মোতাবেক আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) এ কমিটি গঠণ করে ৭ দিন সময় বেধে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযোগকারী সুজনের স্ত্রী পারিবারিক কলহের জের ধরে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তার বিরুদ্ধে আদালতে যৌতুকের দাবীতে নারী নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করেন। অথচ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা ওই নারীকে শারীরিক নির্যাতনের একটি মেডিকেল সনদ গত বছরের ২ জুন মাসে দেন। সেই সনদ মামলায় ব্যবহার করছে। এটিকে মিথ্যা ও ভূঁয়া সনদ বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী সুজন।

ভুক্তভোগী বলেন, ডাক্তার এমকে রেজা দীর্ঘদিন যাবৎ টাকার বিনিময় একই ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান করে আসছেন।তার ইওসি এবং পিজিটি কোর্স করা আছে বললেও এখন পর্যন্ত সে কোনো সার্টিফিকেট কাউকে দেখাতে পারেনি।